চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

 # চিনিকলের নামঃ- পাবনা সুগার মিলস্ লিমিটেড।

#অবস্থানঃ- পোষ্টঃ দাশুড়িয়া উপজেলাঃ ঈশ্বরদী জেলাঃ পাবনা ।

 # প্রতিষ্ঠাকালঃ- জানুয়ারী-১৯৯২খ্রিঃ হতে জুন-১৯৯৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

 # কল এলাকার মোট আয়তন কত ? ৬০ একর।

 # মোট চাষের জমির পরিমাণ কত ? ৩০,০০০ একর।

 # চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট, ইত্যাদি)

ডিলার খাত সমূহঃ হোলসেল/রুপান্তর ডিলার,জেলা/থানা ডিলার, ক্ষুদ্র শিল্প।

সংরক্ষিত খাত সমূহঃ সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর, ফায়ার সার্ভিস, ক্যাডেট কলেজ ,আখচাষী ও মিলস্ রেশন।

অন্যান্য খাত সমূহঃ ফ্রি-সেল,রপ্তানী, টিসিবি,অন্যান্য/বিশেষ।

প্যাকেট জাতঃ ০১(এক)কেজি ও ০২(দুই)কেজি প্যাকেট।

আখ চাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমুহ এবং সমস্যা থেকে উত্তোরনের প্রস্তাবনাসমুহ কি কিঃ

পাবনা চিনিকলের দৈনিক মাড়াই ক্ষমতা ১৫০০ মে:টন। মিলের মাড়াই ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের জন্য কমপক্ষে ১০০০০ একর জমিতে আখ আবাদ করা প্রয়োজন। মিলটি প্রতিষ্ঠার পর হতে ২০০২-০৩ রোপণ মৌসুমে সর্বোচ্চ ১১৫৩৭ একর জমিতে আখ রোপণ হয়েছিল এবং এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০০৭-০৮ রোপণ মৌসুম পর্যন্ত ১০০০০ একর আখের আবাদ ছিল। কিন্তু ২০০৮-০৯ থেকে বিভিন্ন ফসলের সাথে প্রতিযোগিতায় আখের আবাদ ক্রমশ: হ্রাস পেতে থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ এলাকার আখ চাষ উপযোগী জমি লাভজনক লিচু, পেয়ারা, গাজর, শিম, কলা সহ বিভিন্ন স্বল্পমেয়াদী ফসলের আবাদে চাষীগণ উৎসাহী হওয়ায় আখ চাষ উপযোগী জমি মারাত্নকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া অত্র এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীণ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান যেমন: জুট মিলস্, অটো রাইস মিল, পেপার মিলস্, ইপিজেড, পোল্ট্রি/ফিসফিড মিলসহ চর এলাকায় ব্যাপক ইটের ভাটা নির্মিত হওয়ায় গত ১০ বছরে আখ চাষ এরিয়া ৩৫০০ একর পর্যন্ত নেমে এসেছিল। তাছাড়া সম্প্রতি রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প কর্তৃক ১০০০ একর ইক্ষু আবাদি জমি অধিগ্রহন করায় এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারন করেছে। এছাড়া যত্রতত্র রাস্তাঘাট, রেললাইন নির্মান ও নগরায়নের ফলে আখচাষ উপযোগী জমি ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছে। ফলে এসব এলাকায় মধ্যম ও মাঝারী নীচু জমিতে আখ চাষ করায় সেখানে বর্ষার আগ পর্যন্ত আখের সন্তোষজনক বৃদ্ধি হলেও বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির কারনে আখের ফলন হ্রাস পাওয়ায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাচামাল সরবরাহ সম্ভব হয় না।

অন্যদিকে আখ মাড়াইকালে আটটি সাবজোনের মধ্যে তিনটি সাবজোনেই চাষীর জমি হতে মিলের পরিবহণের মাধ্যমে আখ সরবরাহের প্রক্রিয়াটি জটিল। তাছাড়া চর ও দুর্গম এলাকা হতে আখ পরিবহণে অনেক বেশী সময় লাগে বিধায় মিলের সীমিত পরিবহণ ব্যবস্থা দ্বারা চাহিদা অনুযায়ী আখ সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে তিন শিফটে মিলের মাড়াই কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সমস্যা থেকে উত্তরনের প্রস্তাবনাসমুহঃ

১. আখ চাষ উপযোগী উচু ও মাঝারী উচু জমিতে আখ রোপণে ভর্তুকির প্রথা প্রবর্তন।
২. পাবনা চিনিকলের আখের আবাদ মূলত চর নির্ভর,যেখানে চাষিগণ আর্থিক সংকটের কারণে আখের আবাদ করতে পারে না। আখ চাষে তাদেরকে জমি চাষ,বীজ কর্তন ও আখ রোপণ সহ প্রতিটি খাতে নগদ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. আখ চাষীদের মাঝে পর্যাপ্ত বীজ সরবরাহের জন্য ১০০ একরের বীজ বর্ধণ খামারের জন্য জমি অধিগ্রহনের ব্যবস্থা করন।
৪. ইক্ষু সরবরাহের সাথে সাথে চাষীদের ইক্ষু মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা করন।
৫. মিলের দৈনিক মাড়াই ক্ষমতা অনুযায়ী ১৫০০ মে:টন আখ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্রাক্টর/ট্রেলির ব্যবস্থা করন।
৬. আখ চাষ ও আখ কর্তন যান্ত্রিকীকরনের ব্যবস্থা গ্রহন।
৭. নতুন নতুন চর এলাকায় আখচাষ সম্প্রসারণ করণ।

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাবার কারণসমুহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ? আর কি কি করণীয় ?

চিনিকলের উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ সমুহঃ

১। মিলজোন এলাকায় অধিক লাভজনক সবজি ও ফল চাষে উচু ও মাঝারী উচু জমি চলে যাওয়ায় আখের আবাদ হ্রাস পাওয়া।
২। মিলজোন এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিঠান স্থাপন (ইট ভাটা,পেপার মিল,পোল্ট্রি ফার্ম,ফিডমিল,রাইস মিল,ওয়েল মিল,কটন মিল ইত্যাদি) হওয়ায় আখ আবাদযোগ্য জমি হ্রাস পাওয়।
৩। অপরিকল্পিত রাস্তা-ঘাট,বাড়ী ঘর নিমার্ণ সহ আবাসিক এলাকা সম্প্রসারণ হওয়া।
৪। সুষ্ঠু পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে মিলজোন এলাকায় আখের ফলন হ্রাস পাওয়া।
৫। মিলজোন এলাকায় ১০০০ একর জমির উপর রূপপুর বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ঈশ্বরদী ইপিজেড স্থাপিত হওয়ায় আখ আবাদযোগ্য জমি হ্রাস পাওয়া।
৬। কারখানায় দক্ষ জনবলের অভাব ও পুরাতন যন্ত্রপাতির কারণে চিনি আহরণের হার কম হওয়া।
৭। কৃষি বিভাগীয় পরিবহণ শাখায় মিলের মাড়াই ক্ষমতা অনুযায়ী প্রয়োজনী আখ সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্রাক্টর-ট্রলি না থাকা।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহিত উদ্যোগ সমুহঃ

১। চাষিদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করণে উঠান বৈঠক চাষি সভা,দলীয় সভা সহ হান্ডবিল,লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
২। মাঠ পর্যায়ে আখের ফলন বৃদ্ধির জন্য চাষি,সিডিএ ও সিআইসিদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩। উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি সমৃদ্ধ জাতের আখের বীজ বিতরণ।
৪। গুনগত মানসম্পন্ন সার ও কীটনাশক ঋণে চাষিদের মাঝে বিতরণ।

৫। বিভিন্ন ফসলে সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আখের মূল্য বৃদ্ধি করণ।
৬। মাটির গুণাগুণ ও এলাকা ভিত্তিক আখের জাত নির্বাচন ও পরিচর্যার মাধ্যমে আখের ফলন বৃদ্ধি করণ।
৭। মনিটরিং সেল গঠন পূর্বক রোগ-পোকা দমন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করণ।
৮। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন,সবুজ আগা-ডোগা,সতেজ ও টাটকা আখ মিলে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
৯। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর প্রদর্শনী প্লট স্থাপন।
১০। চাষিদের দূর্ভোগ নিরসনে মোবাইল ব্যাংকিংর এর মাধ্যমে আখের দাম পরিশোধ।
১১। পূর্জি সমস্যা সমাধানে ই-গেজেট ও ই-পূর্জি চালু করণ।
১২। আখচাষে উৎসাহ প্রদানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রোপা ও মুড়ি আখ চাষে ভর্তুকি প্রদান।
১৩। মিলজোন এলাকার রাস্তা নির্মাণ,সংস্কার ও মেরামতী কাজ বাস্তবায়ন।
১৪। দরিদ্র অসহায় চাষিদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা নিশ্চিত করণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও নগদ অর্থ বিতরণ।
১৫। জলাবদ্ধতা নিরসনে মশুড়িয়া-পদ্মবিলের খাল খননের জন্য বিএডিসি এর পানাশি প্রকল্পে স্কীম দাখিল।
১৬। নতুন নতুন চর এলাকায় আখ আবাদে আনার জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ।

চিনিকলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় বিষয় সমূহঃ

১। উচু ও মাঝারী উচু জমিতে আখ চাষে আকর্ষনীয় ভর্তুকি প্রদান।
২। মিলজোন এলাকায় ব্যাক্তি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিঠান স্থাপনা (ইট ভাটা,পেপার মিল,পোল্ট্রি ফার্ম,ফিডমিল,রাইস মিল,ওয়েল মিল,কটন মিল ইত্যাদি) পরিবেশ আইনে বন্ধ করণ।
৩। বিএডিসি এর ক্ষুদ্র সেচ (পানাসি) প্রকল্প কর্তৃক জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল খনন প্রকল্প বাসত্মবায়ন।
৪। চাষি পর্যায়ে ব্যাপকভাবে আখ চাষের প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত বাজেট প্রদান।
৫। আমদানীকৃত চিনির উপর কর আরোপ করে চিনি মূল্য বৃদ্ধি সহ বাজারজাত নিশ্চিত করণ।
৭। চাষিদের আখের মূল্য দ্রুত পরিশোধ নিশ্চিত করণ।
৮। উচ্চ ফলনশীল ও অধিক চিনি উৎপাদনকারী জাতের আবিস্কার ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ।
৯। বীজ,সার ও আখ পরিবহণে পর্যাপ্ত ট্রাক্টর-ট্রলি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১০। লেবার সংকট নিরসনে জমি চাষ ও আখ কর্তনে যান্ত্রিকিকরণ।
১১। আখের জমিতে আগাছা দমনে কার্যকরী আগাছা-নাশক সরবরাহ নিশ্চিত করণ।

স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে ?

ক) আখের চাষ বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রতিটি সাবজোনে সিডিএ, সিআইসি সহ সাবজোনের সকল স্তরের কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও আখ রোপণে চাষী উদ্বুদ্ধ করণের কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান।

খ) মিলে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তাদের দ্বারা ২০১৮-২০১৯ রোপণ মৌসুমে আখ রোপণের জন্য ১০০০.০০ একর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে যা সকল শ্রমিক, কর্মচারী,কর্মকর্তাদের মধ্যে বন্টন করতঃ বাস্তবায়ানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আখের চাষ বৃদ্ধিতে জুন-জুলাই মাস হতে চাষিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উঠান বৈঠক,গ্রুপমিটিং,চাষি সভা, ইত্যাদি সম্প্রসারণ কর্মকান্ড অব্যহত আছে।

গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বর্ধিত আখের মূল্য প্রচারের উদ্দেশ্যে উন্নতমানের লিফলেট ও পোষ্টার বিতরণ এবং সংস্থার ডিজিটাল সেবাসমূহ সম্পর্কে ব্যপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ) গুণগত মান সম্পন্ন আখ উৎপাদনের স্বার্থে চাষিভাইদেরকে সহজ শর্তে প্রযোজনীয় উপকরণ সরকারী মূল্যে স্বচ্ছতার সঙ্গে বিতরণ করাসহ আখ রোপণে বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রয়োগে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

ঙ) আখের ফলন বৃদ্ধিতে এবং উন্নতমানের বীজ বিতরণের স্বার্থে জমির অবস্থান ভেদে উপযুক্ত জাতের প্রয়োজনীয় বীজ চাষিদের মাঝে পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া অনুমোদিত জাতের বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহারে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

চ) পদ্মা নদী বেষ্টিত পাবনা সুগার মিলজোন এলাকার ভৌগলিক অবস্থার কারণে অত্র মিলের আবাদকৃত আখের জমির মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ চারা আখ রোপণ নামলা হয়ে থাকে। ফলে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে প্রায় অধিকংশ জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় আখের কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যায় না। তাই একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং লাভ জনকভাবে সাথী ফসল সহ আখচাষ এলাকা বৃদ্ধির লক্ষে মৌসুম শুরু হতেই অপেক্ষাকৃত উচু ও মাঝারী উচু জমি এবং চাষি নির্বাচন পূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে পরিকল্পনা মাফিক সম্ভাব্য চাষিদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ,উঠান বৈঠক,গ্রুপ মিটিংসহ বিভিন্ন সম্প্রসারণ কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে আখ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ করা হচ্ছে। এমনকি অনেক পুরানো সম্ভাবনাময় চাষিগণকে বর্তমানে প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লাভ জনকভাবে আখচাষে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যহত আছে।

ছ) চলতি ২০১৮-২০১৯ মাড়াই মৌসুমে ই-গেজেট, ই-পূর্জি বাস্তবায়ন ও মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

জ) গত ০৮/০৭/২০১৮খ্রি: তারিখে শিওর ক্যাশ মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ভর্তুকির অর্থ চাষীদের মাঝে বিতরণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ০৯/০৭/২০১৮খ্রি: তারিখের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন হয়েছে। এ বছর ১৬০১ জন চাষীর মাঝে ৩৩,২৮,৬১৯/- টাকা(সার্ভিস চার্জসহ) ভর্তুকির অর্থ প্রদান করা হয়েছে

ইক্ষুখেত হতে চিনিকলে যোগাযোগের রাস্তা সমুহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ?

ইক্ষুখেত হতে চিনিকলে যোগাযোগের রাস্তাসমুহ উন্নতমানের নয়। তবে বেশ কিছু কেন্দ্রমুখী রাস্তা পাকা, তবে অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা এবং পদ্মা নদীর চরের মধ্য দিয়ে দুর্গম এলাকায় প্রতিবছরই মিলের পক্ষ হতে রাস্তা নির্মাণ করা হয়। যেখান থেকে চিনিকলের আখ ভর্তি ট্রাক্টর-ট্রলি আসা যাওয়া করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে মিলের সীমিত সংখ্যক পরিবহণের দ্বারা তিন শিফটে মিলের মাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আখের জমি হতে কেন্দ্রমুখী অধিকাংশ রাস্তাই প্রতি বছর মিলের পক্ষ হতে সংস্কার/মেরামত করে আখ

বোঝাই গরু-মহিষের গাড়ী/পাওয়ার ট্রলি চলাচলের উপযোগী করা হয়। কেন্দ্র হতে মিলস্ পরিবহণ চলাচলের উপযোগী করতে হলিং রোড এবং ছোট ছোট ব্রীজ-কালভার্ট স্থাপন/সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি পদ্মার শাখা নদীর উপর দিয়ে ঠিকাদারের মাধ্যমে অস্থায়ীভাবে রিং-কালভার্ট স্থাপনসহ নতুন করে প্রতি বছর রাস্তা নির্মাণ করা হয়।

 # ইক্ষু সংগ্রহ কন্দ্রে (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

পাবনা সুগার মিলের প্রতিটি কেন্দ্রে ডিজিটাল ওয়েব্রীজ স্থাপন করা হয়েছে যা গত ২০১৭-১৮ মাড়াই মৌসুম হতে কার্যকর হয়েছে। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় টেন্ডারের মাধ্যমে প্রতিটি কেন্দ্রে আখ লোডিং এর ঠিকাদার নিয়োগ করে লোডিং কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এই মিলের অধিকাংশ আখ সংগ্রহ কেন্দ্র চরাঞ্চল ও দুর্গম দুরবর্তী এলাকায় অবস্থিত। চিনিকলের বিদ্যমান পরিবহণ ব্যবস্থা দ্বারা দৈনিক সর্বোচ্চ ১২০০ মে:টন আখ পরিবহণ করা সম্ভব। বিধায় মিলের ফিডিং কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকা রাস্তা সংলগ্ন ৯ টি কেন্দ্র হতে প্রাইভেট হলিং এর মাধ্যমে দৈনিক ২৬০-৩০০ মে:টন আখ সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অধিকাংশ ট্রাক্টর ইঞ্জিন পুরনো হওয়ায় তিন শিফটে পরিবহণ শাখার মেরামত কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

 # চিনি বিপণনে সমস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায়?

চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহঃ-

(ক) বেসরকারী চিনির বিক্রয় মূল্য সরকারী চিনির বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা সব সময় কম থাকে।
(খ) ডিলার খাতে চিনি বিক্রয় না হওয়া/ডিলাররা চিনি উত্তোলন না করা।
(গ) বেসরকারী চিনি কল চাহিদার অতিরিক্ত চিনি আমদানী করে তা শোধনপূর্বক সহজলভ্যে বাজারজাত করায়।
(ঘ) সরকারী চিনি মিষ্টি তৈরীর দোকানে ব্যবহার না হওয়ায়।

উত্তরনের উপায়ঃ-

(ক) সরকারী চিনির মূল্য বেসরকারী চিনির মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখা।
(খ) ডিলারের মাধ্যমে চিনি উত্তোলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
(গ) বেসরকারী চিনিকলগুলোর র-ম্যাটোরিয়াল আমদানী করপোরেশনের হাতে ন্যাস্ত করা।
(ঘ) সকল ক্ষেত্রে সরকারী চিনি বিক্রয়ের আইন প্রনয়ন করা।

 # চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ।

অত্র মিলের নিজস্ব কোন খামার নেই। আবাসিক ও মিল ক্যাম্পাসের ফাকা জায়গায় বিভিন্ন ফলজ বৃক্ষের বাগান করা হয়।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

 # কি কি বাই প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় ? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাই প্রোডাক্ট এর পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত ?

চিনির বাইপ্রোডাক্ট ও এর ব্যবহারঃ

পাবনা চিনিকলে মোলাসেস, প্রেসমাড এবং ব্যাগাছ বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হয়। বিগত ১০বছরে উৎপাদিত বাইপ্রোডাক্ট এর পরিমান নিম্নে দেওয়া হলোঃ

মাড়াই মৌসুম	উৎপাদিত ব্যাগাছ (মেঃটন)	উৎপাদিত প্রেসমাড (মেঃটন)	মোলাসেস		
			উৎপাদন (মেঃটন)	বিক্রয় (মেঃটন)	আয় (লক্ষ টাকায়)
২০০৮-০৯	২৪,৮৯৮.৪৩	১,৯০৬.৬০	২,৬৮৫.০০	২২৮৭.১৯	১৭৩.৩৯
২০০৯-১০	১৫,৩৩৩.৯৭	১,১৫৫.৬৪	১,৬৫৭.০০	২৫৭৭.৮৬	৪৬২.৭৫
২০১০-১১	২৬,৭০৮.১৩	১,৯৬৯.৯২	২,৮৯৪.০০	১১৯৩.২৫	৯৩.৮৩
২০১১-১২	১৯,৩৯০.২১	১,৩৭৪.৫৫	২,০৯৫.০০	২৯১৭.০৯	২৪১.৬০
২০১২-১৩	৩২,৩০২.৫০	২,২৫৯.৯৫	৩,৪৬৭.০০	৪০০৪.৩৮	২৩২.০৫
২০১৩-১৪	৩২,৩০৩.৪১	২,২৬১.৬৮	৩,৪৪৩.০০	২৭৯১.৬২	১৫০.৪১
২০১৪-১৫	২৬,৪৪৯.৮৬	১,৮৮০.৬৫	২,৮৬৭.০০	২৯৫২.২২	২৫০.৭০
২০১৫-১৬	১৮,৫১৬.৩১	১,৩৫৩.৭০	২,০১৫.০০	২৬৬৬.৯৬	৩১১.০৮
২০১৬-১৭	১৪,১৯১.০০	১,০০৫.০০	১,৫৪৪.০০	২২৭২.৪৯	৩৭৭.৩৮
২০১৭-১৮	১৬,৮৪৮.২৭	১,১৯২.১৭	১,৮৩৫.০০	১০০০.৫৭	১৫৯.৩৮
মোট	২,২৬,৯৪১.৭৮	১৬,৩৫৯.৮৬	২৪,৫০২.০০	২৪৬৬৩.৬৩	২৪৫২.৫৭

দক্ষ জনবল তৈরিতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি?

দক্ষ জনবল তৈরীতে উদ্যোগ সমূহঃ-

(ক) মিলের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মরত শ্রমিক,কর্মচারী ও কৃষি বিভাগীয় মাঠ পর্যায়ের সিডিএ, সিআইসদেরকে প্রতিবছর দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(খ) আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর হতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর ব্যবস্থা নেয়া হয়।

(গ) ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর ব্যবস্থা নেয়া হয়।

(ঘ) নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগতির জন্য বিএসআরআইতে কৃষি বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিডিএ, সিআইসিদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা যাতায়াত আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছেঃ-

(ক) চিকিৎসা সেবা :- চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। কিন্তু বর্তমানে কোন ডাক্তার নাই।

(খ) যাতায়াত :- চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য মিল থেকে কোন যানবাহন দেয়া হয় না।

(গ) আবাসন :- চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য আবাসন রয়েছে,তবে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

চিনিকলে সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্য কত?

সিবিএ সংখ্যা ০১(এক) টি। কার্যকরী সদস্য সংখ্যা ১১(এগার) জন, সাধারণ সদস্য সংখ্যা ৬৪২(ছয়শত বিয়াল্লিশ) জন।

 # চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

বিগত দশ বছরে রাজস্ব খাতে জমাকৃত অর্থের পরিমাণঃ ১১১৯.৪৩ লক্ষ টাকাঃ

অর্থ বছর	ভ্যাট (লক্ষ টাকায়)	আয়কর (লক্ষ টাকায়)	টার্ণওভার কর (লক্ষ টাকায়)	সর্বমোট (লক্ষ টাকায়)
২০০৮-২০০৯	৪৮.৩৭	১৭.১০	৯.২৭	৭৪.৭৪
২০০৯-২০১০	৮৭.২৭	৩২.০৮	৩.৬৬	১২৩.০১
২০১০-২০১১	৩২.৯৬	১৪.১৫	১২.৪৩	৫৯.৫৪
২০১১-২০১২	৫৯.৬৯	২৪.৭৩	৫.৪৩	৮৯.৮৫
২০১২-২০১৩	৮৯.২৬	২৯.৮৭	৯.৪৬	১২৮.৫৯
২০১৩-২০১৪	৩৭.৫৯	১৩.১৬	৪.৭৬	৫৫.৫১
২০১৪-২০১৫	৯৪.১৯	৩৩.৪৮	৬.২২	১৩৩.৮৯
২০১৫-২০১৬	১৩৬.৩১	৪০.৪৬	১০.৭১	১৮৭.৪৮
২০১৬-২০১৭	১১৮.৩৮	৪২.৭৮	১৮.৪১	১৭৯.৫৭
২০১৭-২০১৮	৫৬.৩৪	২৫.৪২	৫.৪৯	৮৭.২৫
সর্বমোট	৭৬০.৩৬	২৭৩.২৩	৮৫.৮৪	১১১৯.৪৩

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

 # চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমুহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

কারখানায় ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি সমুহের বিবরণ, বর্তমান অবস্থা নিম্নেবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলো:

ক্র: নং	যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ	বর্তমান অবস্থা
১	কেন ফিড টেবিল	১টি	ভাল আছে।
২	ফিড টেবিল ক্রেন, ক্যাপাসিটি- ৬ মে.টন প্রতিটি	২টি	১টি ভাল আছে, অন্যটির লং ট্রাভেলের গীয়ার বক্স ও মোটর খারাপ আছে।
৩	কেন কেরিয়ার	১টি	ভাল আছে।
৪	কেন লেভেলার	১টি	ভাল আছে।
৫	কেন কাটার	১টি	ভাল আছে।
৬	ফাইবারাইজার, ক্যাপাসিটি- ১০০ মে.টন/ঘন্টা টারবাইন অপারেটেড, পাওয়ার- ৫০০ কিলোওয়াট	১টি	ভাল আছে।
৭	কেন এলিভেটর, মোটর ক্যাপাসিটি- ৪০ হর্স পাওয়ার	১টি	ভাল আছে।
৮	মিল টেন্ডেম, প্রতি মিলে ৩টি রোলার, টারবাইন অপারেটেড, টারবাইন ক্যাপাসিটি- ৬৫০ হর্স পাওয়ার	৪টি	ভাল আছে।
৯	বেল্ট কনভেয়ার (সাইজ: দৈর্ঘ্য-১৪ মিটার, প্রস্থ- ১৬০০ মি.মি.)	১টি	ভাল আছে।
১০	মিল টারবাইন, কান্ট্রি অব অরিজিন ইংল্যান্ড, ক্যাপাসিটি- ৬৫০ হর্স পাওয়ার	৪টি	ভাল আছে।
১১	বয়লার, স্টীম উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিটি ৩৫ মে.টন/ঘন্টা, ওর্য়াকিং প্রেসার ২২ কেজি/বর্গ সেমি., ওয়াটার টিউব বয়লার	২টি	ভাল আছে।
১২	ফিড পাম্প, ২টি ইলেকট্রিক সিস্টেম ও ১টি টার্বো সিস্টেম, ক্যাপাসিটি- ৮০ ঘনমিটার/ঘন্টা প্রতিটি	৩টি	ভাল আছে।
১৩	ওয়াটার সফটেনিং পয়ান্ট, ক্যাপাসিটি- ৩০ মে.টন/ঘন্টা	১টি	ভাল আছে।
১৪	আইডি ফ্যান, মোটর ক্যাপাসিটি- ১৮৫ কিলোওয়াট প্রতিটি	২টি	১টি ভাল আছে, ১টি পরিবর্তন করতে হবে।
১৫	এফডি ফ্যান (প্রাইমারী), মোটর ক্যাপাসিটি- ৫৫ কিলোওয়াট প্রতিটি	২টি	ভাল আছে।
১৬	এফডি ফ্যান (সেকেন্ডারী), মোটর ক্যাপাসিটি- ৭৫ কিলোওয়াট প্রতিটি	২টি	ভাল আছে।
১৭	ফিড ওয়াটার কনডেনসেট ট্যাংক, ১টির ক্যাপাসিটি- ২০০০ ঘনমিটার, অন্যটির ক্যাপাসিটি- ১৫০ ঘনমিটার	২টি	ভাল আছে।
১৮	পাওয়ার টারবাইন, প্রতিটির ক্যাপাসিটি- ২০০০ কিলোওয়াট, ১টি ইংল্যান্ডের তৈরি, অন্যটি ভারতের তৈরি, সোর্স অব পাওয়ার স্টীম	২টি	ভাল আছে।
১৯	'র' জুস ওয়িং স্কেল, ক্যাপাসিটি- ১০০ মে.টন/ঘন্টা	১টি	ভাল আছে।
২০	জুস হিটার, ১টি প্রি-হিটার, ২টি প্রাইমারী ও ২টি সেকেন্ডারী	৫টি	ভাল আছে।
২১	জুস সালফাইটেশন ট্যাংক: (ক) প্রি-গ্যাসিং টাওয়ার- ১টি	৩টি	ভাল আছে।

	(খ) মেইন রি-এ্যাকশন ট্যাংক- ১টি (গ) কারেকশন ভেসেল- ১টি		

২২	সালফাইটেড জুস রিসিভিং ট্যাংক, ক্যাপাসিটি- ১০ ঘনমিটার	১টি	ভাল আছে।
২৩	জুস ক্লারিফায়ার (সাইজ: ডায়া- ৮ মি. ও উচ্চতা- ৬ মি., ক্যাপাসিটি- ৩০৫ ঘনমিটার)	১টি	ভাল আছে।
২৪	ডিএসএম স্ক্রীন	১টি	বডি নষ্ট হয়েছে এবং পরিবর্তন করতে হবে।
২৫	সালফার ডাইঅক্সাইড জেনারেটিং পয়েন্ট: (ক) সালফার ফার্নেস- ৩টি (খ) এয়ার কম্প্রেসার- ২টি	১টি	১টি সালফার ফার্নেস খারাপ হয়েছে এবং পরিবর্তন করতে হবে।
২৬	রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার (আরভিএফ)	২টি	ভাল আছে।
২৭	ইভাপরেটর: হিটিং সারফেস- ১ম বডি- ২৩০০ বর্গমিটার ২য় বডি- ৯০০ বর্গমিটার ৩য় বডি- ৬০০ বর্গমিটার ৪থ বডি- ৪০০ বর্গমিটার মোট = ৪২০০ বর্গমিটার	৪টি	ভাল আছে।
২৮	সালফাইটেড সিরাপ ট্যাংক, ক্যাপাসিটি- ৪ ঘনমিটার	১টি	পরিবর্তন করতে হবে।
২৯	ইনজেকশন পাম্প, প্রতিটির ক্যাপাসিটি- ১৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা, হেড- ২৫ মিটার, মোটর ক্যাপাসিটি- ২৭০ হর্স পাওয়ার	৩টি	ভাল আছে।
৩০	মাল্টি জেট কনডেনসার- ৪টি প্যান কনডেনসার ও ১টি ইভাপরেটর কনডেনসার	৫টি	৪টি ভাল আছে, ১টি ইভাপরেটর কনডেনসার খারাপ হয়েছে এবং পরিবর্তন করতে হবে।
৩১	স্প্রে পাম্প, প্রতিটির ক্যাপাসিটি- ১৫০০ ঘনমিটার/ঘন্টা, হেড- ১৫ মিটার, মোটর ক্যাপাসিটি- ১২৫ হর্স পাওয়ার	২টি	ভাল আছে।
৩২	ভ্যাকুয়াম প্যান, প্রতিটি হিটিং সারফেস- ২০০ বর্গমিটার, ক্যাপাসিটি প্রতিটি- ৩০ ঘনমিটার	৪টি	ভাল আছে।
৩৩	ক্রিস্টালাইজার	১০টি	ভাল আছে।
৩৪	'এ'- সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন, ব্রড ব্যান্ড, ইংল্যান্ড	৩টি	২টি ভাল আছে এবং ১টি আপগ্রেডেশন করতে হবে।
৩৫	'বি'- সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন, ওয়ালচাঁদনগর, ভারত	১টি	ভাল আছে।
৩৬	'সি'- সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন, হেইনলেম্যান, জার্মানি	৩টি	ভাল আছে।
৩৭	ফাইনাল মোলাসেস রিজার্ভ ট্যাংক, প্রতিটির ক্যাপাসিটি- ১০০০ মে.টন	৩টি	ভাল আছে।

বর্তমান চিনিকলসমুহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করন্ন।

চিনিকলের কারখানা আধুনিকায়নের জন্য প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমুহঃ

১. বয়লার ওয়াটার সফেনিং প্লান্ট স্থাপনকরন।
২. কারখানা ইফ্লুয়েন্ট প্লান্ট স্থাপনকরন।
৩. আধুনিক ল্যাবরেটরী স্থাপনকরন। নিমণলিখিত ইকুইপমেন্সগুলি প্রয়োজন;
   ক) ব্যাগাছ ডিসইন্ট্রিগ্রেটর।
   খ) মিনি ফাইবারাইজার।
   গ) অনুবীক্ষণযন্ত্র।
৪. সিএনসি লেদ মেশিন-০১টি স্থাপনকরন।

চিনিকলের কারখানা আধুনিকায়নের জন্য গৃহিত পদক্ষেপসমুহঃ

০১. স্টীম পাওয়ার টারবাইন স্থাপন করা হয়েছে- ক্যাপাসিটি ০২ মেগাওয়াট।
(প্রস্তুতকারক দেশ-ভারত,প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান-ম্যাকস্ওয়াট)
০২. মোলাসেস বন্নক উৎপাদন করে গবাদিপশুর খাবার হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার চলমান আছে।

 # বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে ?

(ক) সরকারী চিনির মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেসরকারী মিলের চিনির মূল্য নির্ধারণ করা দরকার।

(খ) মিলের চিনি উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় মূল্যের পার্থক্য সরকারীভাবে ভর্তুকি দেয়া দরকার।

(গ) ব্যাংক ঋণ মওকুফ করত: বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা করণ।

(ঘ) চিনি ও র-সুগার আমদানীতে বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণ দরকার।

(ঙ) মিলের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি সরকারের রাজস্ব খাত হতে প্রদানের ব্যবস্থা করা।

পরিবেশ সুরক্ষা

 # চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কিকি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে?

(ক) এই মিলে ১৫(পনের) একর লেগুন বিদ্যামান। যেখানে কারখানার মেশিনারীজ কুলিং ওয়াটার এবং বিভিন্ন ভেসেল ও ট্যাংকের ধৌত পানি ড্রেনেজ সিষ্টেমের মাধ্যমে লেগুনে প্রেরন করে ধারন করা হচ্ছে।

(খ) সরকারী অর্থায়নে ইটিপি স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

(গ) কারখানা এবং আবাসিক এলাকায় প্রতি বছর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।